আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ড. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞান-সাধক, দরদী শিক্ষক, শিল্পী প্রতিষ্ঠাতা, সমাজসেবী - এর যে কোনো একটি হলেই আমরা তাঁকে মহামানুষ বলি। এই সবগুলি গুণের দুর্লভ সমাবেশ ঘটেছিল আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়-এর মধ্যে। প্রজ্ঞা, মহানুভবতা, ত্যাগ প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন একজন কর্মসন্ন্যাসী - নিত্য নতুন কাজে ব্রতী হয়েছেন অথচ নিজে সন্ন্যাসীর মতো সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন।

১৮৬১ সালের ২রা আগষ্ট যশোহর জেলার রাড়ুলী গ্রামে প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম। বাবা হরিশচন্দ্র রায় এবং মা ভুবনমোহিনী দেবী। রায় পরিবার রাড়ুলীতে প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিকারী এবং সচ্ছল জমিদার ছিল। প্রফুল্লচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা হয়েছিল নিজের গ্রামের বিদ্যালয়ে, যেটি ছিল বাবা হরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা। ১৮৭০ সালে বাবা-মায়ের সাথে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার সময় গুরুতর রক্তামাশায় আক্রান্ত হয়ে বিদ্যালয় পাঠ স্থগিত রাখেন। বিদ্যালয়ের নিরস পাঠ থেকে মুক্ত হয়ে বাবার লাইব্রেরীতে ইচ্ছে মতো বই পড়ে সময় কাটাতেন। পরে অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইন্সিটিটিউশানের কলেজ বিভাগে ভর্তি হন। এখান থেকে এফ.এ.পাস করে বি.এ. পড়ার জন্যে প্রসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময়েই তাঁর রসায়নশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ তৈরী হয়। ১৮৮২-তে ইংল্যান্ড গমন এবং এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এসসি. পড়া শুরু। ১৮৮৫-তে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এসসি. ডিগ্রী এবং ১৮৮৭-তে রসায়নশাস্ত্রে ডি.এসসি. ডিগ্রী পান।

বিজ্ঞান-সাধক প্রফুল্লচন্দ্র

১৮৮৮ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। ১৮৮৯-এ প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়নের সহকারী অধ্যাপক পদে যোগদান, মাসিক বেতন ছিল ২৫০ টাকা। এই সময়ে বাজারের তেল ও ঘি-এর বিশুদ্ধতা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। ১৮৯৫ সালে মারকিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার যার সঙ্গেই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নাম আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলে পরিচিত হয়ে উঠল। ১৮৯৬-৯৭-এ দেশবিদেশের বিখ্যাত জার্নালে প্রবন্ধপ্রকাশিত হয়। ঐ সকল প্রবন্ধের কেন্দ্রে ছিলো মারকিউরাস নাইট্রাইট সংক্রান্ত গবেষণা। নাইট্রাইট যৌগ সমূহের উপর তাঁর গবেষণার বিস্তৃতি ও গভীরতার জন্যে আন্তর্জাতিক রসায়নবিজ্ঞানী মহলে তিনি "মাষ্টার অব নাইট্রাইটস" আখ্যায় পরিচিত ছিলেন।